তিন পিএসআই কোম্পানির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ তিন পিএসআই কোম্পানির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও শুল্ক ফাঁকির প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস তদন্ত কাজ পরিচালনা করছে। অভিযোগ তদন্ত কমিটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা দেয়া তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে শুল্ক ফাঁকি ও মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও সুপারিশ করেছে। সম্প্রতি জনকণ্ঠসহ কয়েকটি পত্রিকায় এ সম্পর্কিত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়টি তদন্তের জন্য রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানায়। রাজস্ব বোর্ড একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে অভিযোগ তদন্তের জন্য চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসকে নির্দেশ দেয়। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের আইন কর্মকর্তা হোসাইন হেলালের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অফিসে পৌঁছেছে।

জানা গেছে, তদন্ত রিপোর্টে পিএসআই কোম্পানি ব্যুরো ভেরিতাস, এসজিএস, আইটিএস-এর বিরুদ্ধে শুল্ক ফাঁকি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ সম্পর্কে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্ত ও পর্যালোচনায় রাজস্ব ফাঁকির বিষয়টি স্পষ্ট। পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন করে কম মূল্য দেখানোর কারণে ‘মানি লন্ডারিং’ অপরাধও সংঘটিত হয়েছে। এতে বলা হয়, গত দুই অর্থবছরে ফুল ক্রিম গুঁড়োদুধ, ইনফ্যান্ট ফর্মুলার বেবিফুড এবং ফ্যাব্রিক্স আমদানির ৩৪৭টি চালান পর্যালোচনা করে দেখা যায়– কোন কোন চালান সরাসরি উৎপাদনকারী দেশ থেকে আমদানি না হয়ে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে তৃতীয় কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। এতে সরাসরি দেশ থেকে আমদানির চেয়ে তৃতীয় দেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে সিআরএফ মূল্য কম দেখানো হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়, চীন থেকে আমদানিকৃত চীনে উৎপাদিত গুঁড়ো দুধের সিআরএফ সর্বনিম্ন মূল্য কেজিপ্রতি ২ দশমিক ০২ ডলার থেকে সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ০৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। অথচ একই সালে চীনের এই দুধ মালয়েশিয়া থেকে শিপমেন্ট দেখিয়ে মূল্য দেখানো হয়েছে কেজিপ্রতি সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৫১ ডলার। এ ছাড়া কোরিয়ায় উৎপাদিত ইনফ্যান্ট ফর্মুলার বেবিফুড সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি হয়ে থাকে। এতেও রাজস্ব ফাঁকি ও অবমূল্যায়নের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ’০৬ সালের পহেলা জুলাই থেকে ’০৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে ১৪টি সিআরএফ ও সংশ্লিষ্ট ১৪টি বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে সর্বমোট ৬ কোটি ২৬ লাখ টাকার বেশি রাজস্ব ফাঁকীর সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে প্রকৃত মূল্য গোপন করার জন্য সম্ভাব্য অবমূল্যায়নের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং-এর পরিমাণ ৮ কোটি টাকার বেশি। ফ্যাব্রিক্স আমদানির ক্ষেত্রেও তৃতীয় দেশ থেকে শিপমেন্টের প্রমাণ পাওয়া গেছে। রিপোর্টের পর্যালোচনা ও মন্তব্যে বলা হয়, তৃতীয় দেশ থেকে ফুল ক্রিম গুঁড়োদুধ আমদানির ব্যাপারে পিএসআই কোম্পানি ব্যুরো ভেরিতাস একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ব্যাখ্যাটি কমিটির পর্যালোচনাধীন রয়েছে। ইনফ্যান্ট বেবিফুড তৃতীয় দেশ থেকে আমদানির বিষয়টি তদন্তের জন্য এর প্রকৃত মূল্যসহ আরও কিছু তথ্য প্রয়োজন। সব তথ্য যোগাড় করে বিস্তারিত রিপোর্ট পরে দেয়া হবে। কমিটি মনে করে, পিএসআই বিধিমালা অনুযায়ী ইনভেস্টিগেশন রিকয়ারমেন্টের সুযোগ নিয়ে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে উৎপাদনকারী দেশের মূল্য থেকে তৃতীয় দেশ থেকে কিভাবে কম মূল্যে পণ্য আমদানি করা যায় তা আরও তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।